Department of Political Science

Dumkal College

Teacher: SAMIUL MONDAL

For 3rd Semester Honours Students

কবীরের সমন্বয়বাদ : 'সমন্বয়বাদ' এর ইংরেজি শব্দ 'Syncretism' শব্দটি লাতিন 'Syncretismus' থেকে এসেছে, এর মূল শব্দ হল প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'Syncrētismos' । প্রাচীন গ্রীসে এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো একই শত্রুর বিরুদ্ধে বিরোধীদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে । সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে ইংরেজরা আধুনিক অর্থে 'Syncretism' শব্দটি ব্যাবহার করেন । যেখানে সমন্বয়বাদ বলতে বঝানো হয় বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস কে একত্রিত করা । *Webster's New International Dictionary of the English Language* 'এ সমন্বয়বাদকে সংগায়িত করেছে এইভাবে "Syncretism is the combination of different forms of belief or practice and the fusion of two or more originally different inflectional forms" অর্থাৎ সমন্বয়বাদ হলো বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের সংমিশ্রণ এবং দুই বা ততধিক প্রচলিত বিভেদকারী ধারণার সংমিশ্রণ ।

কবীরের চিন্তাভাবনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সংক্রান্ত বিভেদকে অস্বীকার করে ধর্মীয় সমন্বয়ের প্রয়াস । কবীরের চিন্তা ভাবনাকে সমন্বয়বাদ বলা হয় । কারণ তিনি মধ্যযুগের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন । তাঁর এই চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠার পিছনে সেই সময় এবং তাঁর জীবনধারা উৎসাহ যুগিয়েছে । তাঁর সমন্বয়বাদি চিন্তাধারা বুঝতে হলে প্রথমে তার পরিপ্রেক্ষিত

DUMKAL COLLEGE

জানতে হবে । কারণ প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ চিন্তানায়কের চিন্তা জগতকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে ।

কবীরের সময়কাল বিশেষ করে ভারতের মধ্যযুগ যখন দিল্লির শাসনভার মুসলিম শাসকদের হাতে ন্যস্ত ছিল । এই শাসকদের শাসন কার্য চালাবার ভিত্তি ছিল 'শরিয়া' (মুসলিম অনুশাসনিক আইন যা, কোরান এর শিক্ষা এবং নবী হজরত মোহাম্মদ এর আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে) । মুসলিম 'শরিয়া' আইন অনুযায়ী মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক মানুষ সমান এখানে কাউকে উচু বা নিচু হিসেবে দেখা হয় না । এখানে প্রত্যেকে সমান, জাতপাতের ভেদাভেদ এখানে শূন্য । অন্যদিকে তৎকালীন বেনারস সহ ভারতে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল যথেষ্ট । হিন্দু ধর্ম ছিল তখনকার সমাজের ভিত্তি । তবে সনাতন হিন্দুধর্মের তত্ত্বগত গত সারকথা 'জীবই শিব এবং যা কিছু সবই ব্রহ্ম' এই ধারণার পরিবর্তে বাহ্যিক আচার আচরণ বিশেষ করে জাতপাত এর ভেদাভেদ, উচ্চনীচ বৈষম্য, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকটভাবে লক্ষ করা যাচ্ছিল । অর্থাৎ বাস্তবে ধর্মের তাত্ত্বিক দিকটি উপেক্ষিত হচ্ছিল । জন্মসুত্রে অস্পৃশ্য, হীনজাতদের কোনো ভাবেই উচ্চবর্ণের সমান মর্যাদা দেওয়া হতোনা । আবার নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও তাঁদের কর্মফল এবং ভাগ্যকে দায়ী করে এই সমস্ত মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের আগমন । ইসলামের অভ্যান্তরীন বিষয় যেমন জাতিভেদেহীনতা, বৈষম্যহীনতা, সকলকে সমান সমমর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমস্ত ব্যক্তিরা ভাই-ভাই এর নীতি এবং সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের অনুসরণই বাদশা-প্রজা সকলের একমাত্র মুক্তির উপায় এর মতো বিষয়গুলো হিন্দুধর্মের নিম্নবর্নের অস্পৃশ্যদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল । এই সময় বহু মানুষ স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল

DUMKA COLLEGE

। অনেকে আবার নিজের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধিকে আরও কঠোর ভাবে পালন করার চেষ্টা করছিল ।

এইসময় সমাজে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে ব্যস্ত ছিল আপন আপন ধর্মের ধর্মযাজকগণ । তাঁরা ধর্মের নামে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছিল, যা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছিল । এমন সময় মানুষকে সব রকমের ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় স্বামী রামানন্দর আবির্ভাব । তাঁর উদ্যোগে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক উদার ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল । তিনি সমাজের অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত চামার, চণ্ডাল, তাঁতি, কুম্ভকার সকলকে শিষ্যরূপে শিক্ষাদান করেছিলেন । কবীর ছিলেন স্বামী রামানন্দের একজন সুযোগ্য শিষ্য । রামানন্দের শিষ্যরা মুর্তিপূজা, যাগযজ্ঞ, পশুবলি, নামতত্ত্ব ইত্যাদি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না । তাদের মতে ঈশ্বর কে পেতে হলে – ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে ভালোবাসতে হবে।

কবীরের সমন্বয়ী চিন্তা-ভাবনার কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল –

জন্ম ও সমন্বয়: কবীর জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণ মায়ের সন্তান হিসেবে কিন্তু প্রতিপালিত হয়েছেন মুসলিম জোলা দম্পত্তি নীরু-নিমার কাছে । অর্থাৎ তাঁর জন্ম থেকেই ধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ করা যায় । তিনি কখনো প্রথাগত শিক্ষালাভ করেননি । পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, *"কবীর লেখাপড়া জানতেন না । অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রয়াস ছিল ।"* তিনি শিক্ষালাভ না করলেও প্রতিভাবলে মাতৃভাষায় (হিন্দিতে) দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । কাশী হিন্দু প্রধান অঞ্চল হওয়ায় তাঁর প্রতিবেশী সহ বন্ধু গোষ্ঠীর অনেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বি ছিল । তিনি হিন্দু মুসলিম সমস্ত ধর্মসভায় যেতেন এবং সেখানে আলোচিত

DUMKA COLLEGE

নীতিকথা, শাস্ত্রকথা, পুরাণকথা থেকে জ্ঞান অর্জন করেণ । সেখান থেকে তিনি ধর্মকে এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে শেখেন এবং ধর্মের এক অন্যরকম মাধুর্য খুঁজে পান ।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কে প্রত্যাখ্যান : কবীর ধর্মের নামে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান কে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তাঁর মতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গুলো ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয় । তিনি একদিকে হিন্দু পুরোহিতদের তীব্র আঘাত করেছেন, এবং অন্যদিকে মুসলিম পীর-মোল্লাদের আচার সর্বস্বতাকেও তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন । তিনি হিন্দুদের মূর্তি পূজা, পশুবলি, যাগযজ্ঞ, ছুৎমার্গকে যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনই মুসলিম ধর্মের আযান, কোরবানি, নামাজ ইত্যদিরও সমালোচনা করেছেন । কারণ এগুল মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করে , এগুলো মানুষকে সাম্প্রদায়িক গন্ডির মধ্যে আঁটকে রাখে । তিনি ধর্মের যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তা কোন গন্ডির মধ্যে মানুষকে আঁটকে রাখে না । তিনি কখনো হিন্দু বা মুসলিম ধর্মকে অস্বীকার করেননি, অস্বীকার করেছেন ধর্মীয় সংকীর্ণতাবাদী আচার অনুষ্ঠানকে ।

একেশ্বরবাদে বিশ্বাস: কবীরের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা । তিনি একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার প্রচারক ছিলেন । তাঁর এই চিন্তাধারার উৎস হল ইসলাম ধর্মীয় এক আল্লাহ্‌র বিশ্বাস । তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌, ভগবান, রাম, রহিম, হরি, খোদা, কৃষ্ণ, করিম সকলে এক বলে প্রচার করেছেন । তিনি সর্বশক্তিমান হিসেবে ‘রাম’ কে বিশ্বাস করতেন । এই ‘রাম’ হিন্দু ধর্মের উপাস্য দশরথ পুত্র রাম নন, ‘রাম’- অর্থাৎ আত্মাকে যিনি রমন করেন । যাকে এই জড় জগত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, যিনি সর্বত্র বিরাজমান । কবীরের মতে আল্লাহ্‌, রাম, করীম, কৃষ্ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, প্রমূখকে যে সম্প্রদায় যে নামেই ডাকুক না কেন সবই একজন কে বোঝায় এবং প্রত্যেকে একই গোত্রীয়। তিনি মুসলমান

DUMKA COLLEGE

হয়ে হিন্দু দেবতার নাম জপ করতেন, আবার 'রাম' নামে হিদু দেবতাকেও মানতেন না , তাই উভয় সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল । তবুও তিনি তাঁর বিশ্বাস অটল রেখেছেন ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয়: কবীরের চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ করলে ধর্ম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তাঁর বিরূপ মনোভাব লক্ষ করা যায় । তাঁর কথা হল, মন্দিরে, মসজিদে, কাবা বা কৈলাসে ভগবান আবদ্ধ নয় । তাই শুধুমাত্র সেখানে খোঁজ করলেই ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে না । তিনি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ব্যবসায়ীদের কটাক্ষ করে বলেছেন, কপালে ফোঁটা বা তিলক কাটলেই ভগবান কে পাওয়া যায় না বা কোরান পড়েই আল্লাহ্‌র খোঁজ মেলেনা । তাঁকে অন্তর দিয়ে, মন দিয়ে খোঁজ করতে হবে ।

DUMKAL COLLEGE